গান - এক সার্বজনীন ভাষা

ড. শামস্ রহমান

ছোট্ট বেলা গানের চর্চা ছিল আমাদের বাসায়। তবে তা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। বোন গান শিখতো; তাই কাক-ডাকা ভোর থেকে গলা সাধতো। সুরের ওঠা-নামার সুবিধার্থে ওর জন্য আদা-জলের ব্যবস্থা হতো নিয়মিত। আর আমার ছোট্ট বোনটি 'আদা-জল' খেয়েই সাধ্‌তো। সেই সময় বাসায় ছোটদের চা-না-খাওয়ার প্রথা কঠিনভাবে মেনে চলা হতো। ব্যতিক্রম ছিল শুধুমাত্র আমার ছোট্ট বোনের বেলায়। তখন গান শেখা, আর মায়ের আদর-যতনের মাঝে সরাসরি এক সম্পর্ক খুঁজে পেতাম। ছ-সাত বছরের মেয়ের চা-খাওয়ার পাঁকামো ভাব দেখে ঈর্ষা হতো রীতিমত। রাগও হতো বেশ। তখন ইচ্ছে হতো ওর আদরের পুতুলের হাত-পা ছিড়ে ফেলতে; পেট ফুটু করে আকাশে তুলো উড়াতে। ইচ্ছে হতো, ওর এক্কা-দোক্কার চ্যরাগুলো বড় পুকুরের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিতে।

ইচ্ছে ইচ্ছেই থেকে গেছে। ঈর্ষা থেকে রাগ, আর রাগ শেষে রূপান্তরিত হয় জেদে। ঐ বয়সে বাজার অর্থনীতির চাহিদা-সরবরাহের মর্মার্থে মূর্খতা সত্ত্বেও, কেন যেন নিখুঁত প্রতিযোগিতার মনভাব আমার মন জয় করে নেয়। তাই একদিন উস্তাদজিকে বলি - 'আমি গান শিখবো'। কাঁধের উপর সযত্নে রাখা কাশ্মিরী শালটা একটু সরিয়ে, আধা-পদ্মাসনে বসে, নাকের মধ্যে নশ্যি গুজে দিতে দিতে ভারী কণ্ঠে বললেন - 'বেশতো, তা কবে শুরু করবে?'

শুরু আর শেষের মাঝের সময়টা অত্যন্ত খাটো। উস্তাদজির বেশী বেগ পেতে হয়নি আমার কণ্ঠের ধার বুঝতে। একদিন মা, দিদি খালা (মায়ের বংশের জেষ্ঠ কন্যা) এবং পরিবারের অনেকের উপস্থিতিতে উস্তাদজি বললেন - 'তোমার জন্য গান নয়'।

আমার গানের দৌড় কতদূর, তা পূর্বে নিজে কিছুটা অনুধাবন করলেও, সেদিনের সে মন্তব্যের জন্য আমি এবং আমার আশে-পাশের কেউই মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অপ্রত্যাশিত এ মন্তব্যে সবাই বিস্মিত। চারিদিক হঠাৎ স্তব্ধ। যেন কাল বৈশাখীর পরের মূহুর্ত। শুধু ধ্বনিত চারটি শব্দ << তোমার - জন্য - গান - নয়>> বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে ধাক্কা দিচ্ছিলো আমার সমস্ত অনুভূতিকে। এ যেন জাগতিক কোন মন্তব্য নয়। যেন আকাশ থেকে প্রদত্ত বাণী! যেখানে কারণ দর্শানোর কোন প্রয়োজন নেই; যার কোন ব্যাখ্যা নেই। যেখানে আপোষ নেই, নেই 'বেনিফিট অফ ডাউট' দেওয়ার কোন লক্ষণ। শুধুই যেন পরাজয় মেনে নেয়া। লজ্জা আর ক্রোধে অন্তর ফেটে পড়ে। শুধু মনে মনে বলি - 'উস্তাদজি এত সরাসরি না বললেও পারতেন। নশ্যিতে কি নেশা হয় না? নেশায় উস্তাদজি তো 'দেওয়ান গাজী' হতে পারতেন!'

তারপর পুর দশ বছর - গান আর আমার মাঝে কোন সম্পর্ক ছিল না। সত্তুর দশকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশের পপের রাজা আজম খানের গান আর Bee Gees'এর ক্যান-ক্যানে গলায় 'Tradegy', আমার জন্য আশার বাণী নিয়ে আসে। 'বাহ! বেশতো - ফাটা গলায়, চিৎকার করলেও তো গান হয়!' শুরু হয় দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।

এ প্রচেষ্টার স্থায়ীত্বকালও ছিল ক্ষণয়াস্থী। এবার আর উস্তাদজির স্বর্গীয় মন্তব্যের প্রয়োজন হয়নি। এতদিনে বুঝে গেছি, গানের কথা বা পংতি যাই হোক না কেন; কণ্ঠে প্রকৃতিদত্ব সুরের বাঁধন অত্যাবশ্যক। এও কি তবে স্বর্গ প্রদত্ব? তাই তো যাদের কণ্ঠে সুরের মূর্ছনা ঝরে, যারা কণ্ঠে অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবতার বাণী ছড়ায়, তাদের সামনে শ্রদ্ধাঞ্জলিতে মাথা নত হয় আমার।

গান - শব্দ, ছন্দ আর সুরে মিলে; স্থান, কাল ও সমাজ অতিক্রম করে রূপান্তরিত হয় এক সার্বজনীন ভাষায়। তা সে ভালবাসা, শান্তির; কিংবা মিছিল, সংগ্রাম বা বিপ্লবের গানই হোক। তাইতো আবেদনে প্রাচ্যের পল্লীগীতি আর পাশ্চাত্বের 'কান্ট্রি সং' এর মাঝের তফাৎ যৎ সামান্য। আব্বাস উদ্দিন বা ফেরদৌসি রহমানের গাওয়া 'ও কি গাড়িয়াল ভাই' এবং জন ডেন্‌ভারের 'কান্ট্রি রোড টেকমি হোম, টু দি প্লেস হয়ার আই বিলং', শ্রোতার হৃদয়ে সমানভাবে দাগ কাটে। কাল ও স্থানের ভিন্নতা সত্ত্বেও, ভাষা ও বাদ্যযন্ত্রের তফাৎ সত্ত্বেও, দুটি গানের আবেদন অভিন্ন।

বাংলাদেশের আজম খানের সত্তুর দশকের গান 'ওরে সালেকা, ওরে মালেকা ....', আর Lou Bega'এর নব্বই দশকের বহুল প্রচারিত (Mambo no 5) 'A little bit of Monica in my life

A little bit of Erica by my side, A little bit of Rita's all I need...' গানের শব্দ ও ভাবে অদ্ভুত মিল। দুটি গানই শ্রোতাদের অসম্ভব আনন্দ জুগিয়েছে।

সিতার-সম্রাট রবী শংকর যেমন প্রভাবিত করেছে Beatles তথা পাশ্চাত্বের সঙ্গিত - সুরে এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে; তেমনি 'বব ডীলান' ও 'জোয়ান বায়েয'এর প্রভাব পড়েছে পশ্চিম বঙ্গের জনপ্রিয় শিল্পী অঞ্জন দত্ত ও মৌসুমী ভৌমিকের গানে। অনেক বিদেশী গান রূপান্তরিত হয়েছে বাংলায় বিভিন্ন সময়। ষাটের দশকের শেষ ভাগে এবং সত্তুর দশকে ঢাকার মধূমিতা সিনেমা হলে বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় সুর <Summer wine> যেমন শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে; তেমনি এর রূপান্তর - 'ও আমার মন, যখনই বেড়াই আমি পাইন বনে', সকলের মন জয় করেছে। লন্ডনস্থ উপমহাদেশের সঙ্গীত গোষ্ঠি Corner Shop'এর গাওয়া গান 'Brimful of Asha Rani' (আশ ভোসলে) কিংবা Colonial Cousins'এর 'Krishna nee begane baro' গানের তালিকায় যখন শীর্ষে ওঠার গৌরব অর্জন করে, তখন কি এটাই প্রমান করে না যে, গান ছন্দ ও সুরের গুনে ভাষা ও পারিপার্শিকতাকে অতিক্রম করে এক সার্বজনীন ভাষায় রূপান্তরিত হতে পারে।

গান বা গানের অনুষঙ্গ যন্ত্র যে সমাজ পরিবর্তনে সহায়ক এ বাণী বার বার উচ্চারিত হয়েছে আফ্রোমেরিকান সঙ্গীত স্রষ্টা পল রব্সনের কণ্ঠে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জর্জ হ্যারিসনের <Bangla Desh>:

'বাংলাদেশ বাংলাদেশ
হে প্রভু, বিভৎস দৃশ্য এমন দেখেনি কভু।
অকাতরে ঝরে হেথায় সহস্য প্রাণ,
এগিয়ে এসো হে মানুষ মহান'।

কিংবা জোয়ান বায়েযের <Bangladesh>:

'সূর্য যখন অস্ত যায় বেলাশেষে,
লক্ষ প্রাণ ঝরে পড়ে নিমিষে,
বাংলাদেশে, বাংলাদেশে,
বাংলাদেশে।'

গানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব বিবেক বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আসে, তখন তা পল রব্সনের বাণীর সত্যতাই প্রমান করে-

'ঐইথ এ ষ্ট্রাম অফ এ গীটার, ইউ ক্যান চেঞ্জ দি সোসাইটি;
ঐইথ এ বিট আফ এ ড্রাম, ইউ ক্যান মেক দি হোল নেশন থিংক'।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পঞ্চম মাসে পাকিস্তানী বর্বরতার প্রতিবাদে সংগঠিত এক সমাবেশ হয়েছিল ভারতের কুচবিহার শহরে। সমাবেশের শেষে একটি গান পরিবেশিত হয়। নাম না জানা এক যুবকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় —

'মুজিব মানে বলি শোন
মুজিব মানে মুক্তি —
মুজিব মানে
শিকল ভাঙ্গার শক্তি'।

গানটি হাজার হাজার মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছিল সেদিন। জনমত গঠনে জর্জ হ্যারিসন, জোয়ান বায়েযে এবং নাম না জানা এ শিল্পীর গানের আবেদন অভিন্ন এবং তা সার্বজনীন।

জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে সাথে কৃষ-াঙ্গ থেকে বর্ণে শেতাঙ্গ হবার প্রবনতা মাইকেল জ্যাকসনকে পেয়ে বসে। অর্ধ শতাব্দীর শত তপস্যার পরও ব্যর্থ হয়েছে তা অর্জনে। অথচ, সে কালো-না-সাদা? সে প্রশ্নের উর্ধে উঠতে পেরেছিল তার 'কালো না সাদা' গানের মাঝে —

'ভালবেসে যদি তুমি প্রিয়ার বেশে,

এসো পাশে;
‘কালো না সাদা’ তুমি - এ ভাবনা তোমার,
আমার কাছে
শুধুই মিছে’।

এ গানটি পৃথিবীর ছাব্বিশটি ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার মাঝে রূপ নেয় সার্বজনীন রূপে; আর এ গানের স্রষ্টা বর্ণের বিতর্ক ডিঙ্গিয়ে রূপ নেয় এক বিশ্ব মানব রূপে।